বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন,বরিশাল।
(প্রশাসনিক শাখা)
www.barishalcity.gov.bd

নতুন বরিশাল গড়ার অঙ্গিকার

Ò‡kL nvwmbvi g~jbxwZ

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

১। আয়তন : ৫৮ বর্গকিলোমিটার

২। ওয়ার্ড সংখ্যা : ৩০টি

৩। অঞ্চল সংখ্যা : ৩টি

৪। জনসংখ্যা : প্রায় ৬ লক্ষ

৫। **মিশন ও ভিশনঃ**

আগামী ২০২৭ (২০২৩-২০২৭) সালের মধ্যে জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বরিশাল মহানগরীকে জলাবদ্ধতামুক্ত, মাদকমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, পরিছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত, শিশু বান্ধব, পরিবেশ বান্ধব ও সবুজ-সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক মানের স্মার্ট ও গ্রীণ সিটি হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে নগরবাসীকে সর্বোচ্চ নাগরীক সেবা প্রদান ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

- আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে ১০০% স্যানিটেশন নিশ্চিত করা।
- আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে ১০০% পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে বরিশাল মহানগরীকে শিশু বান্ধব, পরিবেশ বান্ধব ও সবুজ সমৃদ্ধ নগরী হিসাবে গড়ে তোলা ।
- আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সকল কার্যক্রমকে সম্পুর্ণ অটোমেশন এর আওতায় এনে সর্বোচ্চ নাগরীক সেবা প্রদান করা।
- আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ১০০% সড়ক বাতি নিশ্চিত করা।
- আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে বরিশাল মহানগরীতে জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- আগামী ২০২৭ সালের মধ্যে বরিশাল মহানগরীকে একটি আন্তর্জাতিক মানের স্মার্ট ও গ্রীন সিটি হিসাবে গড়ে তোলা। প্রাচ্যের ভেনিস খ্যাত বরিশাল পুর্নগঠন করা।
- আগামী ২০২৭ সালের মধ্যে সুপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মানের মাধ্যমে বরিশাল মহানগরীর জলাবদ্ধতা দুর করা।

স্বল্প -মেয়াদী (তিন বছর) কার্যক্রমসমুহঃ ২০২৩-২০২৫

১। নগর উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে প্রতি ৬-১২ মাসের স্বল্পমেয়াদী অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা (APA) প্রস্তুত করা ও উহার বাস্তবায়ন পরবর্তী সভায় উহার মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা।

২। বিষেশজ্ঞ দ্বারা জলাবদ্ধতার কারন চিহ্নিত করে সুপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো নির্মাণ।

৩। সিটি কর্পোরেশনের আয়তন বৃদ্ধি সহ মাস্টার প্লান রিভিউ ও ড্যাপ (DAP) প্রস্তুত করা।

৪। খালসমূহ বিশেষ করে জেল খাল ও সাগরদী খাল পুনরুদ্ধার পুনঃখনন, পাড় সংরক্ষণ, ওয়াক ওয়ে, বাই-সাইকেল লেন ও লিনিয়ার পার্ক নির্মাণ।

৫। নগরীর শোভারানীর খাল উদ্ধার করে অন্যতম ঐতিহ্যপূর্ন বধ্য ভুমি ও বিনেদন কেন্দ্র কীর্তনখোলা নদীর পাড়ের রাস্তা প্রশস্থ করে নগরবাসীর বিনোদন ব্যবস্থা প্রদান ।

৬। নগরীতে ১০০% স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৭। বরিশাল মহানগীকে শিশু বান্ধব, পরিবেশ বান্ধব ও সবুজায়ন নগরী হিসাবে গড়ে তোলা।

৮। নগরীর গড়িয়ারপাড়ে আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এর ডিজাইন ও ডিপিপি অনুমোদন করা।

৯। নগরীর নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালের জায়গায় আধুনিক নগর ভবন এর ডিজাইন ও ডিপিপি অনুমোদন করা।

১০। নথুল্লাবাদ, রুপাতলী, হাতেম আলী চৌমাথা, জেল খানার মোড়, কাকলীর মোড়, নতুন বাজার, জেলা স্কুলের মোড়,

মেডিকেলের সামনে ও জজ কোর্টের সামনে প্রয়োজন মতো ফুটওভার ব্রীজ, আন্ডারপাস ওভার পাস নির্মাণ প্রকল্প গ্রহন।

১১। নগরীর আমতলা পার্ক আধুনিকীকরণ ও টিবির পুকুরকে আধুনিক বিনোদন কেন্দ্র ও পার্ক হিসেবে গড়ে তোলা।

১২। নগরীর হাতেমআলী চে.মাথায় আধুনিক বহুতল মার্কেট এর ডিজাইন ও ডিপিপি অনুমোদন করা।

১৩। নগরীর আমানতগঞ্জে আধুনিক কমিউনিটি সেন্টার কাম বহুতল মার্কেট এর ডিজাইন ও ডিপিপি অনুমোদন করা।

১৫। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাবলিক টয়লেট তৈরি করা। শিশু ও মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা।

১৬। নগরীর প্রতিটি এলাকায় পর্যাপ্ত আধুনিক ডাস্টবিন এর ব্যবস্থা গ্রহন করা। নগরীর গুরুত্বপূর্ণ খাল ও ড্রেনসমূহ প্রতি বর্ষা

মৌসুমের আগে ক্রাস প্রোগ্রামের আওতায় পরিস্কার করা। নতুন বাজার/বড় বাজার/হাটখোলা/ পেয়াজ পট্টি/ মাছের আড়ৎ, কলা পট্টি সহ সকল বাজারের ময়লা- আবর্জনার বিশেষ ব্যবস্থা যাতে উহা জেল খালে না ফেলা হয়।

১৭। কীর্তনখোলা নদীরপাড়ে অসমাপ্ত শহর রক্ষা বাঁধ-কাম রিং রোড ও লিনিয়ার পার্ক নির্মাণ এর ডিজাইন ও ডিপিপি অনুমোদন করা।

১৮। জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় সমন্বিত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহন।

১৯। জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে পলাশপুর, রসুলপুর ও কলাপট্টি এলাকায় সমন্বিত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।

২০। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সকল কার্যক্রমকে সম্পুর্ণ অটোমেশন ও ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর আওতায় এনে সর্বোচ্চ নাগরীক সেবা প্রদান করা।

২১। মাদক মুক্ত নগরী গড়া ও সন্ত্রাসমুক্ত নগরী গড়া।

<u>মধ্য-মেয়াদী (পাঁচ বছর) কার্যক্রমসমূহঃ ২০২৩-২০২৭:</u>

১। নগরীর ৪৩ টি খাল পুনঃখনন করা; নগরীর গুরুত্বপূর্ণ ৫ টি খালের পাড় সংরক্ষন, ওয়াকওয়ে,বাই-সাইকেল লেন ও লিনিয়ার পার্ক নির্মাণ।

২। জেলখালের পাড় ধরে ”নথুল্লাবাদ-মোড়কখোলা-কাউনিয়া প্রধান সড়ক-নাজিরের পুল পোর্টরোড পর্যন্ত বাইপাস সড়ক নির্মাণ।

৩। জেলখালের উপর ০৪ টি আধুনিক ব্রীজ নির্মাণ ও ওয়াটার বাস চালু করা ।

৪। নতুন বাজারের কাঁচা বাজারটি স্থানান্তর করে নতুন বাজার ব্রীজের ঢালে লাকুটিয়া সড়কের পাশে (জেলখানার জায়গায়) আধুনিক মার্কেট নির্মাণ করা ও নতুন বাজারের যানজট নিরসন করা।

৫। নগরীর গড়িয়ারপাড়ে আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল নির্মাণ।

৬। নগরীর নথুল্লাবাদ বাস টার্মিণালের জায়গায় আধুনিক নগর ভবন ও প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড কার্যালয় নির্মাণ।

৭।নগরীর হাতেম আলী চৌমাথায় আধুনিক বহুতল মার্কেট নির্মাণ।

৮। নগরীর আমানতগঞ্জে আধুনিক কমিউনিটি সেন্টার কাম বহুতল মার্কেট নির্মাণ।

৯। কীর্তনখোলা নদীরপাড়ে অসমাপ্ত শহর রক্ষা বাঁধ কাম রিংরোড ক্সতরী ও লিনিয়ার পার্ক নির্মাণ।

১০। বিসিক (টেক্সটাইল) মোড়ে আধুনিক বহুতল মার্কেট ও খেলার মাঠ নির্মাণ। এছাড়া নথুল্লাবাদ ও কাশিপুর বহুমুখী নিউমার্কেট গড়ে সদর রোড ও চকবাজার এলাকায় চাপ/যানজট কমিয়ে আনা।

১১। নগরীর বর্ধিত এলাকায় দুইটি মুসলিম গোরস্থান ও একটি শ্মশান তৈরি।

১২। চাঁদমারী, কেডিসি, বধ্যভূমি,ত্রিশগোডাউন এলাকাকে পর্যটন এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা।

১৩। জলাশয় ভরাট বন্ধ করা এবং সেগুলাকে প্রাকৃতিক জলাধার বানানোর উপযোগিতা তৈরি করা।

১৪। নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে খেলার মাঠ/পার্ক নির্মাণ।

১৫। বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ পর্যাপ্ত গণ-সচেতনতা মূলক প্রোগ্রাম; আধুনিক ওয়াষ্ট রিসাইক্লিং নিশ্চিত করা।

১৬। গবাদি পশু জবাই এর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক জবাইখানা নির্মাণ।

১৭। শিশু বান্ধব নগরী গড়া।

১৮। নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা করা, প্রশস্ত ফুটপাত তৈরি করা ও সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা করা।

১৯। নগরীর কেডিসি বরিশাল অপেরা, সু-উচ্চ বরিশাল ওয়াচ টাওয়ার, ¯..থাই রেস্টুরেন্ট নির্মাণ ও কীর্তনখোলা নদীতে ইধু- ঈৎঁরংব চালু করা।

২০। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বর্ধিত এলাকায় নতুন পানির লাইন ও গভীর নলক,প ¯’াপন।
২১। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন রাস্তা পর্যায়ক্রমে আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্প।

দীর্ঘ-মেয়াদী (দশ বছর বা অধিক) কার্যক্রমসমূহ : ২০২৩-২০৩৩

১। নগর অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন মোকাবেলা রক্ষাবাঁধ, সমন্বিত রাস্তা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থপনা ও বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প।

২। জলাশয় ভরাট বন্ধ করা এবং সেগুলোকে প্রকৃতিক জলাধার বানানোর উপযোগিতা তৈরি করা।

৩। শহরের ব্যস্ততম সদর রোড থেকে বরিশাল জেলখানা স্থানান্তর করে জেলখানাটি ২৭ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ডেফুলিয়া (পূর্ব প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা)-তে স্থানান্তর করে জেলখানাটি ২৭ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ডেফুলিয়া (পূর্ব প্রস্তাবিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা)-তে স্থানান্তর করা ও বর্তমান জেলখানার জায়গায় নভোথিয়েটসহ আধুনিক সাইন্স সিটি/ বিনোদন পার্ক গড়ে তোলা।

৪। চাঁদমারী, কেডিসি, বধ্যভূমি,ত্রিশ গোডাউন এলাকাকে পর্যটন এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা।

৫। পোর্টরোড ব্রীজ থেকে দপদপিয়া ব্রীজ পর্যন্ত কীর্তনখোলার নদীরপাড়ে আন্তর্জাতিক মানের শহর রক্ষা বাঁধ সহ আন্তর্জাতিক মানের বিনোদনকেন্দ্র গড়ে তোলা।

৬। গড়িয়ারপাড় থেকে কুদঘাটা হয়ে কালিজিরা পর্যন্ত শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ।

৭। কাশিপুর চৌমাথা থেকে আবেদআলী শাহ মাজার-বেলতলা-পোর্টরোড পর্যন্ত শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ।

৮। ভাটার খাল পুনরুদ্ধার/ পুনঃ খনন ও সৌন্দর্যমূলক করা।

৯। বরিশাল নগরীতে আধুনিক ট্রাফিক সিগনাল, মোড়গুলোতে আইল্যান্ড ও যাত্রী ছাউনি তৈরী ।

১০। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনাধীন মোহাম্মদপুর শিল্প এলাকায় জেলখালের উপর একটি গার্ডার ব্রীজসহ রাস্তা।

১১। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বর্ধিত এলাকায় সড়কবাতি স্থাপন ও সকল রাস্তায় পর্যায়ক্রমে এল.ই.ডি সড়ক বাতি স্থাপন প্রকল্প ।

১২। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে নির্মান ও বর্জ ব্যবস্থপনা কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও যান বহন ক্রয় ।

১৩। বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভুমি অধিগ্রহনসহ তিন অঞ্চলে তিনটি নতুন কবরস্থান, একটি শ্মশান ও একটি খ্রীষ্ঠান সমাধি নির্মাণ।

১৪। যেহেতু পদ্মা সেতু নির্মান কাজ শেষ, সেহেতু উহার সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বরিশাল এর সাথে রেলযোগাযোগ

স্থাপন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে গড়িয়ারপাড় বিকেএসপির উত্তর দিকে অথবা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে আধুনিক রেল

ষ্টেশন স্থাপনের প্রস্তাব মাস্টার প্লানে করা হবে।

১৫। বরিশাল মহানগরীর ৩০ গোডাউন ও সাগরদী খাল সংলগ্ন এলাকা সহ বর্তমানে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্মৃতিসৌধের জায়গার কিছু অংশ আধুনিক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ নির্মানের প্রকল্প গ্রহন।

১৬। দপদপিয়া ব্রীজ পার করে দক্ষিণ পূর্ব চরে (সাবেক পৌরসভা তথা বর্তমান সিটি কর্পোরেশনের সত্তভুক্ত জমি) ও কালিজিরা ব্রীজ পার করে বামপাশে কীর্তনখোলা নদী ও কালিজিরা নদীর মোহনার খোলা জমিতে নতুন ইকোপার্কের প্রকল্প গ্রহন।

১৭। মূল শহরের মধ্য থেকে বদ্যিমান ইন্ডাষ্ট্রিসমুহ সরিয়ে জাগুয়া-কালিজিরাতে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল জোন গড়ে তোলা।

১৮। বর্তমান নগর ভবনটিকে ২ নং জোনের জোনাল নগর ভবন করা হবে। কাউনিয়া হাউজিং এরিয়া সংলগ্ন জায়গাতে ১ নং

জোনের জোনাল নগর ভবন এবং মাস্টারপ্লানে এলাকায় ৩নং জোনের জোনাল নগর ভবন করার প্রকল্প গ্রহন।

১৯। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সীমানা উত্তর দিকে তালতলি ব্রীজ ও দোয়ারিকা ব্রীজ পর্যন্ত (রহমতপুর বিমানবন্দর সহ) পশ্চিম দিকে রায়পাশা কড়াপুর পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে চরআইচা ও চরকাউয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করার জন্য সুপারিশ মাস্টার প্লান আপগ্রেডেশন।

২০। বরিশাল মহানগরীর কীর্তন খোলা নদীরপারে ডিসি খেয়াঘাট সংলগ্ন জায়গায় বরিশাল মহানগরীর একমাত্র হোলসেল কাঁচা বাজার অবস্থিত যা অপ্রতুল। সেজন্য কাশিপুর/গড়িয়াপাড় এলাকায় নতুন আরো একটি কাঁচা বাজারের প্রকল্প গ্রহন।

২১ । ব্যতিক্রম কার্যাবলী: কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ, বৃদ্ধাশ্রম নির্মান প্রকল্প পথশিশু ও হিজড়া আবাসন প্রকল্প।

৬। **<u>প্রধান সেবাসমুহ/কার্যক্রমঃ</u>**

- অবকাঠামো (রাস্তা,ড্রেন, ব্রীজ, কালভার্ট) নির্মান ও রক্ষনাবেক্ষন।

- নগর আলোকায়োন।
- নগর সবুজায়োন।
- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ।
- নাগরিক স্বাস্থ্য সেবা
- বর্জব্যাবস্থপনা।
- জন্ম -মৃত্যু নিবন্ধন।

৭। **প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল।**

ক্রমিক	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত	২০২১-২২ অর্থবছরের পূরণকৃত পদসংখ্যা	সৃষ্টপদ	শূণ্যপদ		মন্তব্য
					নিয়মিত	প্রেষণ	
১	৮৭২ টি	২০৮৭ জন	-----	-----	৬৬ টি	০৬ টি	সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনপ্রতিনিধি (মেয়র), প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তা, নিয়মিত কর্মকর্তা/ কর্মচারী,খন্ডকালীন, চুক্তিভিত্তিক ও আউটসোর্সিং পদসহ মোট অনুমোদিত জনবলের পদসংখ্যা ৮৭২ টি। উক্ত জনবলের মধ্যে প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যতিরেকে নিম্নরূপ কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ কর্মরত আছেন। ১। নিয়মিত = ৩৬৬ জন ২। অস্থায়ী স্কেলভুক্ত = ৬১ জন ৩। মাস্টার রোল = ০৪ জন ৪। চুক্তিভিত্তিক = ৫২ জন ৫। দৈনিক মজুরী ভিত্তিক শ্রমিক = ১২০৫ জন

							৬। দৈনিক মজুরী ভিত্তিক ঝাঁড়ুদার = ৩৯৯ জন
							সর্বমোট জনবল = ২০৮৭ জন

৮। **২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বিবরণঃ**

ক্রমিক	খাতের নাম	টাকার পরিমান
০১	কর(হোল্ডিং,পরিচ্ছন্নতা,লাইটিং ও পানি)	৩৩৪,৪৭৭,৭৭৮.০০
০২	সম্পত্তি হস্তান্তর কর	১৬০,৬৭৩,১১৬.৩০
০৩	জমি ব্যবহারের ছাড়পত্র ফি	১৩,০৭১,৫৬৪.০০
০৪	ট্রেড লাইসেন্স ফি	৪৪,০৭৬,৬৮৫.০০
০৫	প্লান ফি বাবদ আদায়	৫৫,৯০২,৭৮২.০০
০৬	বিজ্ঞাপণ ও সাইনবোর্ড ফি	৬,৭৩২,৮৪৬.০০
০৭	যানবাহন লাইসেন্স ফি	৭,৩৯৯,৩০৬.০০
০৮	নগর শুল্ক	১৪,২৮৬,০০০.০০
০৯	পানির বিল বাবদ আদায়	১০০,৩৮৩,৭১৩.০০
১০	প্রিমিসেস স্যানেটারী লাইসেন্স	১,৩৪৯,৬৬০.০০
১১	বিভিন্ন ফরম বিক্রি	১,৮১৬,০০০.০০
১২	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন ও নবায়ন	৩,২৫৪,৫০০.০০
১৩	অনাপত্তি ও নামপত্তন ফি বাবদ	৯২৯,১১১.০০
১৪	স্টল ভাড়া	২১,৩৫৫,৬১৭.০০
১৫	স্টলের সেলামী	৫,৫০৫,৫৬৩.০০

১৬	ইজারা বাবদ আয়	৯,৫৪১,৬১০.০০
১৭	রাস্তা কর্তনের ক্ষতিপূরণ	৪,০৩৪,১৪৭.০০
১৮	মেশিনারিজ ভাড়া বাবদ আয়	২১,৫০০.০০
১৯	ব্যাংকের প্রাপ্ত সুদ	৪০২,০১১,০০
২০	বিবিধ আয়	৩৫,৩৩৯,৭৪০.৩৮
	মোট রাজস্ব আয়	৮২০,৫৫৩,২৪৯.৬৮

৯। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাজেট ও খাতভিত্তিক ব্যয় বিবরণীঃ

ক্রমিক	খাত	মোট বাজেট	মোট প্রকৃত ব্যয়
০১	সম্মাণী, বেতনভাতা ও অফিস পরিচালন ব্যয়	448,954,678.00	403,771,177.00
০২	প্রশাসনিক ও অফিস পরিচালণ ব্যয়	22,200,000.00	13,889,646.00
০৩	বর্জ্য ব্যবস্থাপণা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়	31,800,000.00	20,567,748.00
০৪	সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক ব্যয়	101,500,000.00	20,621,990.00
০৫	পাণি সরবরাহ ও বিদ্যুৎ খাতে ব্যয়	20,550,000.00	32,113,051.00
০৬	পরিবহন খাতে ব্যয়	20,400,000.00	28,008,777.00
০৭	শিক্ষা,সংস্কৃতি,খেলাধুলা,তথ্য প্রযুক্তি খাতে ব্যয়	4,450,000.00	3,885,306.00
০৮	অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে ব্যয়	3,380,816,979.00	905,248,021.00
০৯	বিবিধ	33,431,020.00	2,330,379.00
	মোটঃ-	**4,064,102,677.00**	**1,430,436,095.00**

১০। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ADP দ্বারা বাস্তবায়িত /গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণঃ

ক্রমিক	২০২২-২৩ অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্প	২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প	মন্তব্য
০১	প্রকল্পের নামঃ বরিশাল শহরের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজিত নগর উন্নয়ন প্রোগ্রাম-প্রথম পর্যায় । Climate Change	নাই	----

	Adapted Urban Development (CCAUD) Programme for Barisal Component (Phase-1.)		

১১। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিজস্ব আয় হতে বাস্তবায়িত /গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণঃ

µwgK bs	প্যাকেজ bs	Kv‡Ri bvg	‰`N©¨ (wKtwgt)
1	১/৪৪ বিসিসি/ইডি/৪০/২২ তারিখ: ২৮/০৮/২২	01bs IqvW©¯’ evu‡ki nvU †_‡K †U·UvBj eUZjv ch©šÍ wewmK moK wewm Øviv c~btwbg©vb KvR|	1.5
2	১৩/৪৪ বিসিসি/ইডি/৪০/২২ তারিখ: ২৮/০৮/২২	07bs IqvW©¯’ fvwULvbv evRvi n‡Z KvDwÝji Awdm n‡q wcQ‡bi ¯‹zj ch©šÍ ivস্তা wewm Øviv Dbœqb KvR|	0.6
3	২৩/৪৪ বিসিসি/ইডি/৪০/২২ তারিখ: ২৮/০৮/২২	20bs IqvW©¯’ M¨vivKzjvm moK wmwm Øviv wbg©vb KvR|	0.5
4	৪০/৪৪ বিসিসি/ইডি/৪০/২২ তারিখ: ২৮/০৮/২২	27bs IqvW©¯’ iwk` †Pqvig¨v‡bi evox nB‡Z gvwbK †gvjvi evox ch©š— wmwm Øviv moK wbg©vb KvR|	0.4
5	০২/১৯ বিসিসি/ইডি/২৩২/২১ তারিখ: ২০/১২/২২	03bs IqvW©¯’ AvwgiMÄ moK wewm Øviv c~btwbg©vb KvR|	3.5
6	০৯/১৯ বিসিসি/ইডি/২৩২/২১ তারিখ: ২০/১২/২২	13bs IqvW©¯’ wmGÛwe moK n‡Z cvwbi U¨vsK ch©šÍ Ges mvMi`x eªxR msjMœ wmK`vi cvov mo‡Ki Aewkó Ask wewm Øviv Dbœqb KvR|	0.4
7	১৬/১৭ বিসিসি/ইডি/৪৬৯/২৩ তারিখ: ২৩/০২/২৩	28bs IqvW©¯’ wdkvix †ivW cÖavb moK I evB‡jb wewm Øviv Dbœqb KvR|	0.4
8	১৬/১৯ বিসিসি/ইডি/২৩২/২১ তারিখ: ২০/১২/২২	24bs IqvW©¯’ mvMi`x eªxR msjMœ wcwUAvB †gvo †_‡K avbM‡elbv moK I gyw³‡hv×v moK wewm Øviv Dbœqb KvR|	2.0
9	০৯/৫৯ বিসিসি/ইডি/২৭৫/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	05bs IqvW©¯’ cjvkcyi 4bs, 7bs Ges 08bs ¸”QMÖvg wmwm †ivW wbg©vb KvR|	1.5
10	২১/৫৯ বিসিসি/ইডি/২৭৫/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	11 bs IqvW©¯’ e¨vcwUó wgkb †ivW wewm Øviv Dbœqb I Aviwmwm †Wªb G·‡Ubkb KvR|	1.1
১১	১২/১৯	17bs IqvW©¯’ AvMicyi †ivW wewm Øviv †givgZ Kib KvR|	0.3

	বিসিসি/ইডি/২৩২/২১ তারিখ: ২০/১২/২২		
১২	০২/৩৪ বিসিসি/ইডি/২৭৬/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	01bs IqvW©¯’ jvKzwUqv moK wewm Øviv †givgZ Kib KvR|	2.7
১৩	০৬/৩৪ বিসিসি/ইডি/২৭৬/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	10bs IqvW©¯’ ivRv evnv`yi moK †_‡K Puv`gvix ev›` †ivW ch©šÍ wewm Øviv †givgZ Kib KvR|	0.1
১৪	১১/১৯ বিসিসি/ইডি/২৩২/২১ তারিখ: ২০/১২/২২	15 I 18bs IqvW©¯’ eUZjv †_‡K nv‡Zg Avjx K‡jR †PŠgv_v (Gg G Rwjj moK) wewm Øviv Dbœqb KvR|	2.8
১৫	২২/৩৪ বিসিসি/ইডি/২৭৬/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	17bs IqvW©¯’ ivLvj eveyi cyKzi cvo moK wewm Øviv ‡givgZ Kib KvR|	0.35
১৬	২৫/৩৪ বিসিসি/ইডি/২৭৬/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	19bs IqvW©¯’ Kvjxevox moK wewm Øviv †givgZ Kib KvR|	0.6
১৭	২৬/৩৪ বিসিসি/ইডি/২৭৬/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	20bs IqvW©¯’ ‰e`¨cvov cÖavb moK wewm Øviv †givgZ Kib KvR|	0.5
১৮	২৭/৩৪ বিসিসি/ইডি/২৭৬/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	20bs IqvW©¯’ gaywgqvi cyj moK wewm Øviv †givgZ Kib KvR|	0.25
১৯	২৮/৩৪ বিসিসি/ইডি/২৭৬/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	20bs IqvW©¯’ K‡jR GwfwbD cÖavb moK wewm Øviv †givgZ Kib KvR|	0.6
২০	১৬/৪৪ বিসিসি/ইডি/৪০/২২ তারিখ: ২৮/০৮/২২	10bs IqvW©¯’ eûg~Lx wmwU nKvm© gv‡K©‡U Aviwmwm †Wªbmn wmwm †ivW I B‡jKwUªK †cvó wbg©vb KvR|	0.4
২১	১৮/৪৪ বিসিসি/ইডি/৪০/২২ তারিখ: ২৮/০৮/২২	13bs IqvW©¯’ wmK`vicvov Aviwmwm †Wªb wbg©vbmn wmwm Ges wewm Øviv †ivW wi‡cqvwis KvR|	0.2
২২	১৯/৪৪ বিসিসি/ইডি/৪০/২২	15bs I 18bs IqvW©¯’ wewfbœ moK wewm I wmwm Øviv wbg©vbmn Aviwmwm †Wªb wbg©vb| (K) 18bs IqvW©¯’ †PŠayix evox moK I Av`g Avjx nvRx mo‡Ki †Wª‡bi Aewkó As‡ki KvR| (L) 15bs IqvW©¯’ wmK`vi evox †j‡b Aviwmwm	0.3

	তারিখ: ২৮/০৮/২২	†Wªbmn wmwm †ivW wbg©vb| (M) 15bs IqvW©¯' †jZz †PŠayix mo‡K Aviwmwm †Wªbmn wmwm †ivW wbg©vb KvR|	
২৩	৪১/৫৯ বিসিসি/ইডি/২৭৫/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	20bs IqvW©¯' K‡jR GwfwbD 3q Mwj wmwm †ivWmn Aviwmwm †Wªb wbg©vb KvR|	0.3

১২ । চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণীঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম /অর্থায়নের উৎস /আর্থিক সংশ্লেষ /সমাপ্তিকাল	প্রলল্পের উদ্দেশ্য	লক্ষমাত্রা		অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	প্রকল্পের নামঃ বরিশাল শহরের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজিত নগর উন্নয়ন প্রোগ্রাম-প্রথম পর্যায় । Climate Change Adapted Urban Development (CCAUD) Programme for Barisal Component (Phase-1.) অর্থায়নের উৎসঃ জার্মান ডেভোপমেন্ট ব্যাংক(কে এফ ডব্লিউ)ও জিওবি অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ১৩০.১৯ কোটি টাকা জিওবিঃ ৩৩.২৭ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্যঃ ৯৬.৯২ কোটি টাকা সমাপ্তিকালঃ ডিসেম্বর , ২০২৪	প্লট উচুঁকরন, ড্রেনেজ ব্যাবস্থা উন্নয়ন, রাস্তা, সুপেয় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এর মাধ্যমে একটি দরিদ্র সম্প্রদায়কে পরিবর্তিত জলবায়ু সহিষ্ণু হিসেবে সক্ষম করন। ড্রেন নির্মাণ ও উন্নয়ন। রাস্তা উচুঁকরন ও পুননির্মাণ। খাল পুনঃখনন (সাগরদী খাল) ও দুইপাড় সবুজায়ন, ওয়াকওয়ে ও বাইসাইকেল লেন নির্মাণ। খাল ও ড্রেন পরিষ্কার/ রক্ষনাবেক্ষনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামের ব্যবস্থা করন ।	৪০ %	৩৫%	৩৮%	২২.৭ %

১৩। **বিভিন্ন শাখার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী:**

প্রকৌশল বিভাগ (সিভিল)

জার্মান সরকারের অর্থায়নে "বরিশাল শহরের জলবায়ু অভিযোজিত নগর উন্নয়ন প্রোগ্রাম" প্রকল্পটি ছাড়া GOB অর্থায়নে কোন প্রকল্প অনুমোদন না হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে বাংলাদেশে এই প্রথম পাঁচ বছরের গ্যারান্টিতে টেকসই নিশ্চিতকল্পে ঠিকাদার অঙ্গিকার গ্রহনের মাধ্যমে ৫৬.২ কিঃমিঃ নতুন সড়ক নির্মাণ, ৭৭.৫৫ কিঃমিঃ সড়ক সংস্কার, আমানতগঞ্জে বিসিসির পরিবহন ও বিদ্যুৎ শাখার জন্য আলাদা ভবন নির্মান, ২ টি মার্কেট সংস্কার ও সিটি সুপার মার্কেট নির্মাণ কাজ চলমান, ৬ তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক ৩টি সেবক কলোনী নির্মাণ ও বন্টন, ১.১০ কিঃমিঃ রোড ডিভাইডার, ১১.৯৬ কিঃমিঃ ড্রেন কাম ফুটপাত, শহীদ শুকান্ত বাবু শিশু পার্ক, শীতলা খোলা পার্ক, বীরমুক্তিযোদ্ধা শাহান আরা বেগম পার্ক নির্মাণ, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট (রোড মার্কিং, স্পিড ব্রেকার, জেব্রাক্রসিং ও রোড সাইন) - ২০ কিঃমিঃ, ৩ টি মসজিদ পুনঃ নির্মাণ ও সংস্কার, ২০০ মিটার বাউন্ডরী ওয়াল নির্মাণ, ২০ কিঃমিঃ ড্রেনের টপস্লাব নির্মাণ, ১টি স্কুল মাঠ সংস্কারসহ সৌন্দর্যবর্ধন কাজ, রূপাতলী আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ বাস টার্মিনাল সংস্কার ও উন্নয়ন, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত নির্যাতন কেন্দ্র ও বদ্ধভূমি সংস্কার সহ অত্যাধুনিক 5D সাউন্ড মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরা, ঐতিহ্যবাহী অশ্বিনী কুমার হল সংস্কার ও সংরক্ষণ করা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু অডিটরিয়ামে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক একমাত্র ভিত্তি প্রস্থর স্থাপনকৃত বরিশাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সংস্কার, চত্বর উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়েছে। ১ টি মাদ্রাসা নির্মাণ, ২৫০ মিটার ফুটপাত নির্মাণসহ অন্যান্য নগর উন্নয়নমূলক কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিবেশ সুরক্ষায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকালীন নিয়মিত বায়ু ও পানির গুনাগুন পরীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়া আমার প্রচেষ্টায় বিসিসি'র তত্ত্বাবধায়নে ঢাকা-বরিশাল- পটুয়াখালী মহাসড়কের সাগরদী ব্রীজের দুই পার্শ্বে দুইটি বেইলি ব্রীজ স্থাপণ করে প্রশস্তকরণের ফলে ঐ স্থানের দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যা দূর করা সম্ভব হয়েছে। গৌরবের পদ্মা সেতু উদ্বোধনে নগরীর যানজট নিরসনে বরিশাল শহরের গড়িয়ার পাড় থেকে শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ব্রীজ পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার লক্ষে বিভাগীয় কমিশনার, উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ কমিশনার, জেলা প্রশাসক, সড়ক ও জনপদ বিভাগ, ট্রাফিক বিভাগ, বিআরটিএ সহ বরিশাল বিভাগের সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, গণমাধ্যম কর্মী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় সভা করা হয়েছে। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সড়ক প্রশস্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা বর্তমানে মাঠ পর্যায় বাস্তবায়নাধীন । উল্লেখিত সড়ক প্রশস্তকরণের কাজ সমাপ্ত হলে নগরীর যানজট দূরীকরণসহ জনদুর্ভোগ লাঘব হবে এবং সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে। একই সাথে বরিশাল বিভাগের অন্যান্য জেলার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো সহজতর হবে। যানজট নিরসন তথা সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাস করে নগরীর নথুল্লাবাদ বাসটার্মিনালকে কাশিপুরে স্থানান্তরের লক্ষ্যে (বালু ভরাট) চত্বর উন্নয়ন ও বাস কাউন্টার নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

এছাড়া বরিশাল শহরের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজিত নগর উন্নয়ন শীর্ষক (কে.এফ.ডব্লিউ.) প্রকল্পের আওতায় ২.৩৫ কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণসহ ১২.১৪ কিঃমিঃ ড্রেন কাম ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে। ৭.১০ কিঃমিঃ সাগরদী খাল খনন ও স্লোপের কাজ চলমান রয়েছে এবং সাগরদী খালের উভয় পার্শ্বে ৬৭৫ মিটার করে মোট ১.৩৫ কিমি ওয়াক- ওয়ে এবং বাইসাইকেল লেন নির্মাণ করা হবে।

প্লানিং সেলঃ

প্ল্যান শাখায় পর্যাপ্ত লোকবল সংযুক্ত করার কারনে বর্তমানে খুব সুষ্ঠভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিগত ৫ বছরে প্রায় ৫০০০ টি প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে প্রতি মাসে গড়ে ৯০ টি প্ল্যান পাশ হয়। বিসিসির প্লান শাখার অব্যবস্থাপনা ও দক্ষতার অভাবের কারণে নগরবাসীদের প্লান অনুমোদনে ছিল চরম ভোগান্তি ও দালাল নির্ভরতা। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে ইমারত নির্মানের জন্য ১৯৯৬ বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরন করার কথা বলা হলেও ইহার সঠিক বাস্তবায়ন হয়নি। তাই এখন পর্যন্ত ইমারতের জন্য সবচেয়ে কার্যকরি আইন ইমারত নির্মান বিধিমালা-২০০৮ অনুসরন করে ইমারতের প্ল্যান অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। পূর্বে স্ট্রাকচার প্ল্যান ছাড়াই প্ল্যান অনুমোদন দেয়া হয়েছিল, বর্তমানে টেকশই নগরায়ন নিশ্চিতকল্পে স্ট্রাকচার প্ল্যান দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্তমানে অনুমোদিত প্ল্যান অনুসারে যেন ইমারত নির্মিত হয় সে লক্ষ্যে সার্বক্ষনিক মনিটরিং চলছে। প্লান অনুমোদনের ক্ষেত্রে নগরবাসীদের দূর্ভোগ লাঘবে ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে দক্ষ জনবল দ্বারা প্লান অনুমোদন কমিটি গঠনের মাধ্যমে যথাযথ কাগজপত্র দাখিল সাপেক্ষে ১৫ দিনের ভিতর সঠিক নিয়মে প্লান অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র (এল.ইউ.সি) প্রদান বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে সর্বপ্রথম এ মেয়াদকালেই চালু হয়, যার ফলে ভূমির বিভিন্ন ধরনের জটিলতা হ্রাস পেয়েছে। ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের আবেদন ফরম গ্রাহকদের ফ্রি দেয়া হয় এবং সনদের সহিত সিটি কর্পোরেশনের সার্ভেয়ার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কলমি নকশা এবং সরেজমিনে তদন্ত প্রতিবেদন গ্রাহককে প্রদান করা হয়।

নগরীর আবাসন সমস্যা দূরীকরণে কাউনিয়া হাউজিং প্রকল্প-২ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি মৌজার সরকারি ফি প্রদান পূর্বক এসএ ম্যাপ সংগ্রহ করণ। পরিমাপ ফি ৫০০০/- টাকা হতে হ্রাস করে ১০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন লামছরি অঞ্চল মৌজা: চরআইচা এ সলিড বর্জ্য নিস্পত্তি গ্রাউন্ডের সরঞ্জাম সরবরাহ এবং উন্নতি" শীর্ষক প্রকল্প হেতু ৭.৮৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা পরিমাপ পূর্বক সীমানা নির্ধারণ ও অবৈধ অংশ অপসারণ করা হয়েছে।

রাজস্ব বিভাগঃ

হোল্ডিং সংখ্যা ছিলো ৫০,৯৫৯টি যার বিপরীতে আদায় ছিলো ১৩,৪৭,৭৪,০৩৪ টাকা (তের কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চৌত্রিশ টাকা)। কোনরূপ কর বৃদ্ধি না করেও পরিমাপ ধার্য ও আদায়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মাত্র ২৩৭৮ টি হোল্ডিং সংখ্যা বৃদ্ধি

পেয়ে ৫৩,৩৩৭ হলেও আদায় বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪,৩৯,০১,০৪৬ (চৌত্রিশ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ এক হাজার ছিচল্লিশ টাকা)। যা হোল্ডিং নাম্বার বৃদ্ধির তুলনায় কয়েকগুন। প্রকৃতপক্ষে এটি আমার হোল্ডিং কর আদায়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি । ৫০,৯৫৯ টি হোল্ডিং এর মধ্যে মাত্র ৩৭৭১ টি (সরকারি ও ব্যক্তিগত) হোল্ডিং এর শুনানী জন্য আবেদন করলে নাগরিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে তাৎক্ষনিক ১৫% হোল্ডিং কর কমিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৬৪ জন সংক্ষুদ্ধ গ্রাহক পুনরায় আবেদন করলে গণশুনানী বোর্ডের মাধ্যমে তাদের বাস্তব অবস্থার দিক বিবেচনা করে সহনীয় পর্যায়ে হোল্ডিং কর নির্ধারন করি এছাড়াও হাল ও বকেয়া বিলের উপর ১০% রিবেট সুবিধা প্রদান করা হয়। শুনানীতে অংশ নেয়া গ্রাহকরা মেয়র মহোদয়ের সাথে সরাসরি কথা বলে তাদের সমস্যা নিরসন করতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন। গ্রাহকদের হোল্ডিং বিল পরিশোধ করার সুবিধার জন্য ৩০টি ওয়ার্ডে মাইকিং এর মাধ্যমে জনগনকে অবহিত করে সারচার্জ মওকুফ করা হয়। হোল্ডিং গ্রাহক গন যদি ছাদ বাগান করেন সেক্ষেত্রে তাদের হোল্ডিং করের উপর প্রমথ পর্যায়ে ২% হারে কর মওকুফ করা হয়েছিল পরবর্তীতে আরো ৩% বাড়িয়ে সর্বমোট ৫% কর মওকূফ করা হয়েছে। এছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নেয়া সিন্ধান্ত বাস্তবায়নে মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের হোল্ডিং কর মওকুফ এবং করের বিলে বীর মুক্তিযোদ্ধা শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে।

<u>স্বাস্থ্য বিভাগঃ</u>

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ফলে বিশ্ব কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা আমরা সকলেই অবগত আছি। মহামারির শুরু থেকেই অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ধাপে ধাপে দ্রুত এই ব্যাধি মোকাবেলা করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন পদক্ষেপ ও দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে বিসিসি কাজ করছে। কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন কার্যক্রমে ৩০ টি ওয়ার্ডে আলাদা আলাদা বুথের মাধ্যমে ৪,৭৪,৮০৫ (চার লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আটশত পাঁচ) জনকে প্রথম ডোজ, ৪,২৭,৪১৫ (চার লক্ষ সাতাশ হাজার চারশত পনের) জনকে দ্বিতীয় ডোজ, ১,৫৩,৭৯০ (এক লক্ষ তেপান্ন হাজার সাতশত নব্বই) জনকে বুষ্টার প্রথম ডোজ এবং ১৩,৮৬১ (তের হাজার আটশত একষট্টি জনকে) বুষ্টার দ্বিতীয় ডোজ প্রদান করা হয়। টিকাদানে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বিশ্বে আষ্টম এবং বাংলাদেশে প্রথম স্থানের গৌরব অর্জন করেছে। বরিশাল সদরসহ জেলার অন্তগত অন্যান্য উপজেলার শিক্ষার্থীদের মাঝে শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামে সু-শৃঙ্খলভাবে করোনা টিকা প্রদান করা হয়। এছাড়া ৫টি অ্যাম্বুলেন্স এর মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে মুমূর্ষু রোগীদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা, হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বাস সার্ভিস, রোগী ও তাদের স্বজনদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয় সেই সাথে বিনামূল্যে অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ, মাস্ক বিতরন কর্মসূচী, করোনার স্যাম্পল টেস্ট কালেকশন, করোনা রোগী চিহ্নিতপূর্বক হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরন, বিভিন্ন ওয়ার্ডে মাইকিং, এল.ই.ডি মনিটরের মাধ্যমে সচেতনমূলক বার্তা প্রচার অব্যাহত ছিল। করোনা কালীন সময়ে পানির ভাউজার দিয়ে প্রতিদিন ৪০ হাজার লিটার জীবনুনাশক স্প্রে করা হয়েছে। নগরীর মুমূর্ষু রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্য একটি আই.সি.ইউ সম্বলিত অ্যাম্বুলেন্স ও আরেকটি অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় প্রোগ্রামসমূহে যেমন নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচী, ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন,

এম.আর ক্যাম্পেইন, কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ সহ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমে বিসিসি শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছে। নগরীতে বর্তমানে ১০ হাজার ৪ শত ২৮ জন শিশুকে নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র থেকে টিকা প্রদান সহ একটি নগর মাতৃসদন ও ৪টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এর মাধ্যমে প্রসূতি মা ও শিশুদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রন ও উন্নয়নে হোটেল এবং বিভিন্ন রেস্তোরায় ভেজাল খাদ্যের অভিযানে বিসিসির মোবাইল কোর্ট সদা তৎপর রয়েছে। এছাড়া খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানকে উন্নত রাখতে নগরীর সকল খাদ্যপণ্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট হাসপাতাল ও প্যাথলজি ক্লিনিকগুলোকে সেবার গুণগত মান বজায় রক্ষার শর্তে স্যানিটারী লাইসেন্স ও নিবন্ধন এর আওতায় আনা হচ্ছে।

প্রশাসনিক শাখাঃ

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহায় দুই ঈদ এ ঘরমুখো ঢাকা থেকে বরিশালগামী ঈদ যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুশৃঙ্খলভাবে লঞ্চঘাট থেকে রূপাতলী এবং নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল পর্যন্ত বিনাভাড়ায় পৌছে দেওয়া হয়। যাত্রীদের জন্য লঞ্চঘাটে মেডিকেল বুথ স্থাপন, বিশুদ্ধ খাবার পানি, করোনা টিকা প্রদান, এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ও অসুস্থ রোগীদের জন্য হুইল চেয়ার সেবা, নিরাপত্তা নিশ্চিত্তের জন্য পর্যবেক্ষন টাওয়ার স্থাপন এবং সমগ্র এলাকায় সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগ ফনী, মোখা আম্পান, ইয়াস মোকাবেলায় যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করাসহ দূর্যোগ পরবর্তী সময়ে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন প্রায় ১৫০০ জনবল নিয়ে ফায়ার সার্ভিস এবং সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে কাজ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন প্রাকৃতিক জলাধার আইন ২০০২, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ প্রতিপালনের লক্ষে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের এলাকায় অবৈধ সকল ড্রেজার কার্যক্রম বন্ধ রেখেছি, যাতে নদী ভাঙ্গন রোধ হয়, নগরীর জলাশয়গুলো ভরাট না হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয়। মহামারী করোনার সময়ে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রাতের আধারে ঘরে ঘরে ত্রাণ পৌছে দেওয়া হয়েছে। তাতে ১৩,৫৮,৬০০ (তের লক্ষ আটান্না হাজার ছয়শত) কেজি চাল, ১,৯৭,২১৬ (এক লক্ষ সাতানব্বই হাজার দুইশত ষোল) কেজি ডাল, ৫,৩৩,১৯৭ (পাঁচ লক্ষ তেঁত্রিশ হাজার একশত সাতানব্বই) কেজি আলু, ২,৭৯,৬৩২ (দুই লক্ষ উনআশি হাজার ছয়শত বত্রিশ) পিস সাবান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে প্রায় দেড় লক্ষ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। নগরীর ৩০ টি ওয়ার্ডে বসবাসকারী নিম্ন ও মধ্য আয়ের জনগণের মাঝে স্বল্পমূল্যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে ৯০ হাজার টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ হয়েছে। ১৪১৬ জন দুস্থ ও অসহায় পরিবারকে, চিকিৎসা ও শিক্ষাখাতে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে প্রায় ৪ (চার) কোটি টাকা। পূর্বে কোন অস্থায়ী শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও অন্যান্য কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাদের জন্য সিটি কর্পোরেশন থেকে কোন আর্থিক সহায়তায় ব্যবস্থা ছিল না, বর্তমান মেয়র মহোদয় তাদের কথা বিবেচনা করে মৃত্যুপরবর্তীতে তাদের প্রত্যেক পরিবারকে ১ (এক) লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান এবং চাকুরীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

অবসারপ্রাপ্ত ৩৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের লাম্পগ্রান্ট, গ্রাচুইটির মোট ৪ কোটি ২০ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৪৫ টাকা একসাথে প্রদান করা হয়। নগরির অন্তভূক্ত ৫১৪ টি মসজিদের ৯৭৪ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে, ৬২ টি মন্দিরের পুরোহিত, ১২ টি গির্জার ধর্মযাযকদের মাসিক সম্মানী ব্যবস্থা করা হয়েছে। নগরীর ভাতা প্রাপ্ত সকল ইমাম মুয়াজ্জিনদের এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের অস্থায়ী কর্মচারী (যারা ঈদ বোনাস প্রাপ্ত হন) তাদেরকে ইফতার ভাতা বাবদ ১০০০/- টাকা প্রদান করা হয়, যা বাংলাদেশে একমাত্র বরিশাল সিটি কর্পোরেশন প্রদান করে। এছাড়াও মেয়র মহোদয়ের উদ্যেগে বিসিসির কারিগরি সহায়তায় দাতাদের অর্থায়নে নগরির বান্ধ রোডে ইমামদের জন্য আধুনিক ইমাম ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

পরিচ্ছন্নতা বিভাগঃ

শুরুতে নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম দিনের বেলায় পরিচালনা করা হতো। নগরীর জনগনের কথা মাথায় রেখে পরিচ্ছন্নতার সেবার মান উন্নত করার লক্ষে দিবাকালীন পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমকে রাত্রিকালীন করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে ময়লা সংগ্রহ ও অপসারনের কার্যক্রম রাতের বেলায় সম্পন্ন হওয়ায় দিনের বেলায় নগরবাসীকে কোনরূপ দূর্ভোগ পোহাতে হয় না। পরিচ্ছন্নতার কাজের মান আগের তুলনায় অনেকাংশে উন্নত ও বেগবান হয় যা নগরবাসীর নিকট প্রশংসিত হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা কর্মীসহ সকল দৈনিক মজুরীভিত্তিক কর্মচারীদের প্রথম দফায় ৭৫০০/- থেকে ৯০০০/- টাকায় এবং ২য় দফায় তা ১০০০০/- টাকায় উন্নিত করা হয়েছে। ঝাড়-দারদের মাসিক মজুরী প্রথম দফায় ৩৬০০/- থেকে ৪৫০০/- টাকা এবং ২য় দফায় ৪৫০০/- থেকে ৬০০০/- টাকায় উন্নিত করাসহ শ্রমিকদের ২ টি উৎসব বোনাসসহ বৈশাখী ভাতা ও ইফতার ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সকল শ্রমিকদের নিজ নামের বিপরিতে ব্যাংকে হিসাব নম্বর খোলার ব্যবস্থা গ্রহন ও বেতন ভাতা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে সেই সাথে তাদের উন্নতমানের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে ৬ তলা বিশিষ্ট ৩ টি সেবক কলোনী নির্মাণ ও হস্তান্তর করা হয়েছে যা অতীতে কোন মেয়রের সময় কখনো ছিলো না। পরিচ্ছন্নতা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জ্যাকেট, গামবুট,গ্লাভস্, সাবান ও স্যাভলনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমের জন্য শ্রমিকদের কাজের সুবিধার কথা বিবেচনা পূর্বক রেইন কোর্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং করোনাকালীন সময় পি.পি.ই. ও মাস্কের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ড্রেনগুলো সুবিধাজনক স্থানে পরিষ্কারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অতিরিক্ত পকেট স্লাব কাটার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রমিকদের কাজে উৎসাহিত করার জন্যে মেয়র মহোদয় নিজে প্রায়ই শ্রমিকদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করেন এছাড়া প্রতিবছর পবিত্র ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহায় তার বাসভবনে পরিচ্ছন্নতাকর্মীসহ সকল শ্রমিক, কর্মচারীদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। নিজস্ব ব্যাবস্থাপনা ও অর্থায়নে পরিচ্ছন্নতা শাখার কর্মীদের নিয়ে সেন্ট্রাল টিম তৈরি করে নগরীর গভীর ড্রেন গুলো পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে ফেইসবুকে গ্রুপ আইডির মাধ্যমে প্রতিদিনের কার্যক্রম দেখভাল করা হয় যা বরিশাল

নগরীকে স্মার্ট নগরী গড়ার ভূমিকা রাখে। নগরীর বিভিন্ন খালগুলি নিজস্ব ব্যাবস্থাপনায় পরিষ্কারের ব্যাবস্থা করা হয়েছে যার ফলে একদিকে পানি নিষ্কাশন স্বাভাবিক হওয়া সহ নগরীর জলাবদ্ধতা অনেকাংশে দূর হয়েছে। মশক নিধন কার্যক্রমকে জোড়ালো ও বেগবান করার লক্ষে ২ টি ফগার মেশিন থেকে বৃদ্ধি করে ১০ টি নতুন ফগার মেশিন বাড়িয়ে মোট ১২ টি মেশিন এবং লার্ভা নিধনের জন্য শতাধিক হ্যান্ড স্প্রে মেশিন দ্বারা মশক নিধন কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করা হচ্ছে এবং মশক নিধনের জন্য কীটনাশকের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পানি সরবরাহ বিভাগঃ

বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ অপ্রতুল থাকায় ৬" ব্যাসের ৪টি নতুন উৎপাদক নলকূপ স্থাপন ও ২টি উৎপাদক নলকূপ সংস্কার করে পানির চাহিদা পুরন করা হয়েছে। কলোনীসমূহ ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য ১৮৩ টি ১.৫ ইঞ্চি গভীর নলকূপ স্থাপন করে এবং সাথে পানির ট্যাংক সংযোজন করে পানির চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। পানির গাড়িতে করে বিভিন্ন স্থানে চাহিদা মোতাবেক পানি সরবরাহ করার জন্য ৭টি পানির ট্যাংক ক্রয় করা হয়েছে। পানির সঠিক সরবরাহ নিরুপন করার জন্য প্রতিটি পাম্পে পানির ফ্লো মিটার স্থাপন করার ফলে বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ৬৭ লক্ষ গ্যালন পানি সরবরাহের হিসাব নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়েছে। পুরাতন পাম্প মটরগুলো নস্ট হওয়ায় নতুন ৩০টি সাবমার্সিবল পাম্প মটর ক্রয় এবং স্থাপন করা হয়েছে। পানি সংযোগ গ্রহিতাদের বাসা বাড়ীতে ৫৩৭৩ টি নতুন সংযোগ লাইন দেয়া হয়েছে। এছাড়া বর্ধিত অঞ্চলে ৪,৬, ও ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১৭ কিঃমিঃ পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে। করোনা কালীন সময়ে প্রতিদিন পানির ভাউজার দিয়ে ৪০ হাজার লিটার জীবানুনাশক স্প্রে করা হয়েছে। বিগত ০৬/০৩/২০১৭ খ্রি: তারিখ ৩য় পরিষদের ১২তম সাধারণ সভায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১.৫ ইঞ্চি গভীর নলকূপের অনুমতি ফি আবাসিক-২৫,০০০/-টাকা, বানিজ্যিক - ৩০,০০০/- টাকা ধার্য্য করা হয়েছিল। বর্তমান মেয়র দায়িত্ব গ্রহনের পর তার ব্যক্তিগত উদ্যেগে স্থাপিত গভীর নলকূপ অনুমতি ফি কমিয়ে আবাসিক-১৫,০০০/-টাকা, বর্ধিত ওয়ার্ডের জন্য ৫,০০০/- টাকা, বানিজ্যিক – ২০,০০০/- টাকা, বর্ধিত ওয়ার্ডের জন্য ১০,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। গভীর নলকূপ স্থাপনের আবেদনের অনুমোদন মাত্র ০২ কার্য্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। যে সকল গ্রাহকগন সিটি কর্পোরেশনের পানির লাইনের জন্য আবেদন করেন, তাদের পানির লাইনের অনুমোদন মাত্র তিন কার্য্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। যে সকল গ্রাহক অবৈধ ভাবে পানির লাইনের সাথে মটর ব্যবহার করেন, তাদের মটর জব্দ করে জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়াও পূর্বে পানির সেবা গ্রহনে অনিয়ম ও দূর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে বর্তমানে তা দূর করে পানির সেবা আরও সহজ ও গতিশীল করে পানি সরবরাহ বিভাগকে দূর্নীতি মুক্ত করার ফলে রাজস্ব আয় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদ্যুৎ শাখাঃ

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যুতায়নের সঠিক হিসাব পরিমাপের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ট্রেড ম্যাজিস্ট্রিক এর মাধ্যমে পূর্নাঙ্গ সড়ক বাতির ইনভেনটরি করা হয়েছে। এই প্রথম বরিশাল সিটি কর্পোরেশন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি বাল্ব সহ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ২ বছরের গ্যারান্টিতে ক্রয় করা হচ্ছে যার ফলে বিদ্যুৎ খাতে ব্যয় এবং অপব্যবহার কমেছে। বিগত

৫ বছরে নগরীর ৩০ টি ওয়ার্ডে সি.এফ.এল বাল্বের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ১৪,৫৫০টি নতুন এল.ই.ডি বাল্ব স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক বিদ্যুৎ বিল ২৫-৩০ শতাংশ পর্যন্ত সাশ্রয় হয়েছে। ০২ বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টিতে বাল্ব ক্রয়ের ফলে এ খাতে ব্যয় কমেছে এবং বিগত ০৫ বছরে ১৯,৩০০টি বাল্ব রিপ্লেসমেন্ট করা হয়েছে। এই সময়ে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ও ওয়েষ্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক দাখিলকৃত ভৌতিক বিদ্যুৎ বিল ও নষ্ট, এ্যানালগ মিটার সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে যৌথ সমন্বয়ে নতুন ডিজিটাল মিটার স্থাপন করা হয়েছে। ফলে মাসিক বৈদ্যুতিক বিল গড়ে ৫০,০০,০০০ টাকা এর পরিবর্তে গড়ে ৩৫,০০,০০০ টাকা হয়েছে। এতে প্রায় ৩৫% বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হয়েছে।

পরিবহনঃ

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে জ্বালানী তৈলের ব্যবহার এবং গাড়ির মেরামত খরচে পূর্বের চেয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে। পূর্বে যেখানে জ্বালানী তৈলের মাসিক ব্যয় ছিল ১১ থেকে ১২ লক্ষ টাকা বর্তমানে জ্বালানী তেলের মূল্য কয়েক ধাপে বৃদ্ধি, গাড়ি সংখ্যা ও কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার সত্বেও দূর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধ করার ফলে বর্তমানে জ্বালানী তেল অনেক সাশ্রয় হয়েছে। যার ফলে পরিবহন খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। বিসিসির মালিকানাধীন এ্যাসফল্ট মিক্সিং প্লান্টটি দীর্ঘদিন অকেজো অবস্থায় পড়ে ছিল যা আমি দায়িত্ব গ্রহনের পর পুনরায় চালুর ব্যবস্থা করিলে সর্বোচ্চ গুণগত মান বজায় রেখে কার্পেটিং এর মালামাল প্রস্তুত করা হচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে ৫ বছরের গ্যারান্টি সহকারে রাস্তা নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে।

হিসাব বিভাগঃ

বর্তমানে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর ব্যাংক হিসাব চালুকরণ সহ বিসিসির প্রতিটি লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। বিসিসির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন, বোনাস, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা, যাতায়াত সুবিধাসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক সুবিধা প্রদান ও অবসরপ্রাপ্তদের জন্য ল্যাম্পগ্রান্ড, গ্রাচ্যুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে।

যানবাহন লাইসেন্স শাখাঃ

করোনা মাহমারী সময়ে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অস্বচ্ছল মানুষের কথা চিন্তা করে প্যাডেল চালিত রিক্সা / ভ্যান মালিকানা ফি মওকুফ করে ২০২০-২০২১ অর্থ বছর নতুন মালিকানা ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং বর্তমানে উক্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ব্যাটারি চালিত অযান্ত্রীক হলুদ অটো (ইজিবাইক) চলাচালকারী পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্বক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত সকল বকেয়া মওকফ করে ২০২২-২০২৩

ও ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ৫০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়। ২০২৩ সালে ১ জুলাই থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত ব্যাংকে পরিশোধ পূর্বক মহাজনী রুট পারমিট নতুন ও নবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ যে, ২০১৮ সালের পূর্বে হলুদ অটো মহাজনী রুট পারমিট এর সংখ্যা ছিলো ২৬১০ টি যা বর্তমান মাননীয় মেয়র মহোদয়ের পরিষদে নতুনায়ন করে ৫০০০ ব্যাটারী চালিত অযান্ত্রিক হলুদ অটো (ইজিবাইক) অনুমোদন দেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও ব্যাটারি চালিত অযান্ত্রীক হলুদ অটো চালককে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের আওতায় আনয়ন, প্রতি চালককে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ড্রেস কোর্ট এর আওতায় আনা , ড্রাইভিং চার্জিং স্টেশন পয়েন্ট তৈরী করন,হলুদ অটো স্টান্ড নির্দিষ্টকরনের বিষয়গুলি পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

১৪। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বিশেষ সাফল্যঃ

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) তে বিসিসির অর্জিত নম্বর ছিল মাত্র ২৯ এ প্রেক্ষিতে বিসিসির সকল দপ্তরে ধারাবাহিকভাবে দূর্নীতি দমন, অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বচ্ছতা আনয়ন, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সর্বশেষ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৯০.০৬ নম্বর পেয়ে সম্মানজনক অবস্থান লাভ করে।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলা আনায়ন করা হয়েছে এবং রাতেই নগরীর সকল বর্জ্য / ময়লা অপসারন করা হচ্ছে। ফলে দিনের বেলা নগরবাসীকে দূর্ভোগ পোহাতে হয় না। একই সাথে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি এড়াতে ইউনিফর্ম প্রদান ও বেতন বৃদ্ধিসহ তা যথাসময়ে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই সাথে তাদের উন্নতমানের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে ৬ তলা বিশিষ্ট ৩ টি সেবক কলোনী নির্মাণ ও হস্তান্তর করা হয়েছে।
- প্রকৌশল (সিভিল) শাখার কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করনসহ মাস্টার প্লান অনুযায়ী পরিকল্পনা মাফিক অবকাঠামো (রাস্তা, ড্রেন, ব্রিজ, কালভার্ট) নির্মাণ সহায়ক দ্রব্যাদির তালিকা (ইনভেন্টরি) ও বিদ্যুৎ শাখা কর্তৃক (স্ট্রিট লাইট, লাইট পোস্ট) তালিকা (ইনভেন্টরি) প্রস্তুত করা হয়েছে। একই সাথে বিসিসির সকল রাস্তা, ড্রেন, ব্রিজ, কালভার্ট ও অন্যান্য স্থাপনার আইডি নম্বর প্রদান করা হয়েছে। আমরা শোকেজিং এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রথমবারের মত ইনভেন্টরি এবং রোড আইডি প্রদানের বিষয়টি উপস্থাপন করি। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আমলে নিয়ে তার অধিনস্ত সকল দপ্তর ও সংস্থায় বিষয়টি অনুসরণ করার জন্য জোরারোপ করে।
- বাংলাদেশের স্বনামধন্য অডিট ফার্ম হুদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কো, চার্টাড এ্যকাউন্ট্যান্ট হতে অডিটর নিয়োগ করা হয় যা মন্ত্রণালয় তার অধিনস্থ বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থায় অর্ন্তভূক্তির বিষয়ে জোরারোপ করে। উক্ত অডিটরের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন নীতিমালা, প্রতিমাসের বেতন ভাতা নিরীক্ষাকরণ, প্রাক্কলনসহ ঠিকাদারী কাজ নিরীক্ষণ, কাজের

পরিমাপ বই যাচাইকরণ ও দৈনন্দিন মজুদ মালামাল পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি শাখার মনিটরিং ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

- পূর্বে বিসিসির একাউন্ট ছিল ১১০টি, বর্তমান মেয়র মহোদয় দায়িত্ব গ্রহনের পরে রাজস্ব (হোল্ডিং ট্যাক্স, পানির বিল, ট্রেডলাইসেন্স ফি সহ অন্যান্য) আদায়ের জন্য শুধুমাত্র ৩০টি এ্যাকাউন্ট, ব্যয়ের জন্য ২টি মূল এ্যাকাউন্ট এবং উন্নয়ন ও বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ১৩টি এ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- স্বচ্ছতা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন ও মজুরি স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে ।
- নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে ড্রেনের স্লাজ অপসারন করা হয়েছে, ফলে অতিরিক্ত ব্যয় না করেই জলাবদ্ধতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।
- আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে কার্পেটিং দ্বারা ওভার লে করে পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদী টেকসই রাস্তা নিমার্ণ করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্থ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সমূহ মেরামত করা হয়েছে।
- দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ হয়েছে, ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তুলনামূলকভাবে বিদ্যুৎ, জ্বালানী মেইনটেনেন্সসহ অন্যাণ্য পরিচালন ব্যয় কমেছে।
- ২০০৫ সাল থেকে অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্রাচুইটি ও লাম্পগ্রান্ট এককালীন ৪ কোটির অধিক টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- বিসিসির অন্তভূক্ত ৫১৪ টি মসজিদের ৯৭৪ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে, ৬২ টি মন্দিরের পুরোহিত, ১২ টি গির্জার ধর্মযাযকদের মাসিক সম্মানী, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আর্থিক অনুদান এবং প্রতি মাসে প্রতিবন্ধি, অস্বচ্ছল ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান প্রদান চলমান রয়েছে। এছাড়া নগরির বান্ধ রোডে ইমামদের জন্য ইমাম ভবন নির্মাণ চলমান রয়েছে।
- এছাড়াও নগরীর ৩০ টি ওয়ার্ডে বসবাসকারী নিম্ন ও মধ্য আয়ের জনগণের মাঝে স্বল্পমূল্য ভোগ্যপণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে প্রায় ৯০ হাজার টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।
- হোল্ডিং ট্যাক্স কমিয়ে সহনীয় পর্যায়ে নির্ধারণ করা হয়। ফলে হোল্ডিং ট্যক্স নিয়ে নগরবাসীর মধ্যে দীর্ঘদিনের ভোগান্তি দূর হয়েছে এবং তারা এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছে। হোল্ডিং ট্যক্সের ধার্য আদায় ও পরিমাপের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দূর্নিতি রোধ করার ফলে রাজস্ব আয় বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতঃ অবৈধ সংযোগ চিহ্নিতকরে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার ফলে নাগরিক সেবা ও রাজস্ব আয় বেড়েছে।
- ট্রেড লাইসেন্স ফি নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি আনায়ন করা হয়েছে। পূর্বে ৯৮৭১ টি ট্রেড লাইসেন্স থাকলেও বর্তমানে ১৭৬৭৫ টি ট্রেড লাইসেন্স রয়েছে।

- দোকান বরাদ্দে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা সমূহ চিহ্নিত করনসহ বকেয়া রাজস্ব সমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- বিসিসির প্লান শাখা কর্তৃক প্লান অনুমোদনের ক্ষেত্রে নগরবাসীদের দূর্ভোগ লাগবে ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে প্লান অনুমোদন কমিটি গঠনের মাধ্যমে যথাযথ কাগজপত্র দাখিল সাপেক্ষে ১৫ দিনের ভিতর স্বল্প সময়ে ও সঠিক নিয়মে প্লান অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- জনস্বার্থে নলকূপ স্থাপন ফি পূর্বের থেকে অর্ধেকে নিয়ে আসা হয়েছে।
- প্রাকৃতিক দূর্যোগ ফনী, আইলা, সিত্রাং মোকাবেলায় যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করাসহ দূর্যোগ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বর্তমান পরিষদের শুরু থেকেই ব্যাপকভাবে মশক নিধনের কার্যক্রম চলছে। মশক নিধনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ঔষধ আনা হয়েছে। ৩০ টি ওয়ার্ডে মশার ঔষধ স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে এবং এ কাজঅব্যাহত থাকবে ।
- নগরবাসীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে বিশেষ করে নগরীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবার জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে “আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প- ২য় পর্যায়" এর কাজ শুরু হয়েছে। ইহা ছাড়া সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় ৮৯ টি অস্থায়ী ও ১৩ টি স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র পরিচালনা করছে ।
- কোভিড - ১৯ ভ্যাক্সিন কার্যক্রমে ৩০ টি ওয়ার্ডে আলাদা আলাদা বুথের মাধ্যমে করোনা টিকা প্রদান করা হয়। টিকাদানে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বিশ্বে ৮ম এবং বাংলাদেশে ১ম স্থানের গৌরব অর্জন করেছে। এছাড়া ৫ টি এ্যম্বুলেন্সের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে মুমূর্ষ রোগীদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
- পবিত্র ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহায় ঘরমুখো লঞ্চযাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে লঞ্চঘাট হতে রূপাতলী ও নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল পর্যন্ত বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
- দীর্ঘদিনের অব্যবহৃত এসফল্ট মিক্সিং প্লান্টটি সচল করে কার্পেটিং এর গুনগত মান নিশ্চিত করা হয়েছে।